শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা নিরূপণ

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর বিকাশের জন্য যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের প্রথম ধাপ হচ্ছে নিরূপন। নিরূপনের মাধ্যমে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, দক্ষতা, শ্রবণ ও দৃষ্টিহীনতার মাত্রা, অনুভূতির মাত্রা, শারীরিক ও সামাজিক সক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে শিশুর চিকিৎসা, শিক্ষা ও সহায়তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরিকল্পনা করা ও বাস্তবায়ন করার পর তা কতটা সফল হয়েছে সেটা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা সঠিক পথে আছি কি না।

নিরূপণ শুরু করার পূর্বে জানতে হবে-

০১ ‘কেন’ করছি?

০২ এর ফলে কী উদ্দেশ্য অর্জিত হবে?

০৩ শিশু কী এই আচরণের সাথে মানিয়ে নিতে পারবে?

০৪ এর ফলাফল ঠিক কী বোঝাচ্ছে?

স্বল্প সময়ে পূর্ণাঙ্গ নিরূপণ প্রায় অসম্ভব। নিরূপণ দলের প্রয়োজন কয়েকবার শিশুর সাথে বসা, এবং প্রতিবারে শিশুর আচরণ গভীরভাবে পর্যাবেক্ষণ করা।

নিরূপনের সময়
যা করবেন

১ পরিবারের অংশগ্রহণ ও পরিচিত পরিবেশ

শিশুকে নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মতামত জানা, তাদের সহায়তা নেয়া এবং শিশু যে পরিবেশে অভ্যস্থ সেই পরিবেশে নিরূপণ কাজ করা

২ একাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা নেয়া

নিরূপণ দলে একাধিক অভিজ্ঞ ব্যাক্তির অংশগ্রহণ বাঞ্চনীয়। এতে তারা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও পর্যাবেক্ষণ ক্ষমতার সমন্বয় সাধন করতে পারে।

৩ শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অবস্থা বিবেচনা করে যোগাযোগ

শিশুর শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মাত্রা অনুযায়ী তার সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। শিশু যাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সেভাবে তার সাথে কাজ করতে হবে।

৪ পছন্দের বস্তু/খেলনার ব্যবহার

পছন্দের খেলনা/রং/বস্তু চিহ্নিত করে তা সামনে রাখতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে সরাতে হবে। পর্যাবেক্ষণ করতে হবে যে শিশু কি প্রতিক্রিয়া দেখায়।

৫ বিভিন্ন পদ্ধতিতে যোগাযোগ

ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করা। যোগাযোগের সময় শিশুর কোনো পরিবর্তন আসছে কি না তা দেখা।

৬ দৈনন্দিন ও পছন্দের কাজ করতে দেয়া

শিশুর প্রতিদিনের কাজ কর্মের কিছু তাকে করতে দেয়া এবং তার পছন্দের কাজ করতে দেয়া। সে কিভাবে কাজগুলো করছে লক্ষ্য করা।

নিরূপনের সময়

বিবেচ্য বিষয়

যোগাযোগ

- যোগাযোগের পদ্ধতি
- যোগাযোগের দক্ষতা
- যোগাযোগের/নির্দেশনার জন্য ব্যবহৃত বস্তু
- যোগাযোগে আগ্রহ
- অপরিচিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ

সেন্সরি / মোটর দক্ষতা

- পছন্দ-অপছন্দ
- সহনশীলতার মাত্রা
- জানার আগ্রহ ও সংবেদনশীলতা
- হাটাচলা এবং নড়াচড়ার ধরণ
- দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ
- প্রয়োজনীয় সহায়তার ধরন

দৃষ্টিশক্তি

- দৃষ্টি শক্তি ব্যবহার করে কাছে ও দূরের বস্তু দেখা
- কোনো কিছুর দিকে তাকানো ও অনুসরণ করা
- কারো সাথে যোগাযোগের সময় তার দিকে তাকানো
- পছন্দের রঙ
- চশমা বা সহায়ক উপকরণ
- আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা

শ্রবণশক্তি

- শব্দ শুনলে বা ডাকলে সাড়া প্রদান
- পরিচিত শব্দ শুনলে প্রতিক্রিয়া
- শব্দের মাত্রার তারতম্যে প্রতিক্রিয়া
- পছন্দ-অপছন্দের শব্দ
- কন্ঠস্বর শুনে মানুষ চেনা
- নির্দেশনা শুনে তা অনুসরণ করা
- শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র

যে সকল শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গত সমস্যা রয়েছে তাদেরকে নিরূপণ প্রক্রিয়ার আওতায় আনার বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এক্ষেত্রে শিশুর অবস্থা বুঝে সময় নিয়ে নিরূপন কার্যক্রম চালিয়ে নিতে হবে।